EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MANILA, PHILIPPINES

তারিখ: ২৬ মার্চ ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ দূতাবাস, ম্যানিলায় স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২১, শুক্রবার: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযথ মর্যাদায় ম্যানিলাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। ফিলিপাইনে কোভিড-১৯ অতিমারীর ক্রমবনতিশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ফিলিপাইন সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং অবশ্যপালনীয় সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত পরিসরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার সকালে দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয়।

দূতাবাসের প্রথম সচিব সায়মা রাজ্জাকীর সঞ্চালনায় দূতাবাস মিলনায়তন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত সিয়াম দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। সেই সাথে তিনি বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মা-বোনদের। তিনি দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম ও তৎপরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অনন্য নেতৃত্ব ও অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যুদ্ধপরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে কীভাবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং সেই অবস্থান থেকে কীভাবে আজ একটি গর্বিত এবং আত্মবিশ্বাসী দেশে পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তা ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, এ বছর আমরা উদযাপন করছি আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, সেই সাথে যোগ হয়েছে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর আনন্দ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা যে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন, তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্নযাত্রা গতি লাভ করেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ, বিশেষভাবে গত ১২ বছরে সরকারের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাইলফলকগুলো তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের কারণেই বাংলাদেশ এখন একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে ও ২০৪১ সালে মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার জন্য রাষ্ট্রদূত সকলকে আহ্বান জানান।

HERCO Center, 2nd Floor, 114 Benavidez Street, Legaspi Village, Makati City, the Philippines
PABX : (0063-2) 8175001/8175010 • Fax : (0063-2) 8164941/8569568
Email: bdemb.manila@gmail.com • Web: www.bangladeshembassymanila.org

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বাংলাদেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যায়, 'স্বাধীনতা তুমি' শিরোনামে দূতাবাস পৃথকভাবে একটি ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের আয়োজন করে যা দূতাবাসের ফেসবুক পেজ-এ সরাসরি প্রচারিত হয়। ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভিডিও বার্তা উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শিত হয়। পরে এ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের 'সৃষ্টি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'। মুজিব বর্ষের থিম সং দিয়ে শুরু করা ভার্চুয়াল মাধ্যমের এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিক, ফিলিপিনো নাগরিকসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী যোগ দান করেন।

এছাড়া, ফিলিপাইনের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক 'ফিলিপাইন স্টার'-এ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ একটি বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়।

(সায়মা রাজ্জাকী)
প্রথম সচিব